150

ভোরের কাগজ

তারিখ 20 APR 1998
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

এসএসসি বাংলা প্রথমপত্রের দিন ১২০০ বহিষ্কৃত

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় হতাশা ও উদ্বেগ, পরীক্ষা অব্যাহত থাকবে

কাগজ প্রতিবেদক : চট্টগ্রামে প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনায় শেষ পর্যন্ত এসএসসি পরীক্ষা নির্ধারিত সময়সূচি অনুসারে চলবে কিনা সে ব্যাপারে পরীক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁসের এ ঘটনা যাতে সারা দেশে ছড়িয়ে না পড়ে সেজন্য সকল জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপারদের সতর্কতামূলক কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গতকাল সরকার নির্দেশ দিয়েছে। প্রশ্নপত্র ফাঁস সীমিত দুএকটি স্থানে হওয়ায় পরীক্ষা বাতিল করার কোনো কারণ নেই বলে শিক্ষামন্ত্রী ভোরের কাগজকে জানিয়েছেন।

গতকাল রোববার বেশকিছু অভিভাবক ও পরীক্ষার্থী ভোরের কাগজ অফিসে ফোনে চট্টগ্রামের মিরেরসরাই ও সীতাকুণ্ডে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় হতাশা প্রকাশ করেছেন। তারা নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী পরীক্ষা শেষ হবে কিনা বা যে বিষয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে তা বাতিল করা হবে কিনা সে ব্যাপারেও উদ্বিগ্ন।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অভিভাবক জানান, ঢাকায় মিরপুরের কাজীপাড়া ও বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন নীলক্ষেত এলাকার ফটোস্ট্যাট দোকানগুলোতে বাংলা প্রথমপত্রের পরীক্ষার আগের দিন যে প্রশ্নপত্রের ফটোকপি কেনাবেচা হয় তার সঙ্গে পরীক্ষার হলে দেওয়া প্রশ্নপত্রের হুবহু মিল পাওয়া গেছে। কিন্তু ঢাকা বোর্ডের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা তা নাকচ করে দিয়ে বলেন, এটি সম্পূর্ণ গুজব। এ ধরনের কোনো ঘটনার কথা আমাদের জানা নেই।

এদিকে সংশ্লিষ্ট একটি সরকারি সূত্রে বলা হয়, মৌলবাদী একটি রাজনৈতিক দল পরিকল্পিতভাবে এ ঘটনা ঘটিয়েছে, যাতে এর মাধ্যমে সরকারকে বেকায়দায় ফেলা যায়। চট্টগ্রামে ঐ দলের সমর্থক একটি দৈনিকই প্রথম ফাঁসকৃত প্রশ্নপত্র ছাপিয়ে দেয়। এ প্রেক্ষাপটে সরকার গতকাল রোববার সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সকল জেলা প্রশাসক ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সকল পুলিশ সুপারকে কঠোর সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে।

এ ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী এ এইচ এস কে সাদেক ভোরের কাগজকে বলেন, আমার মনে হয় পরিকল্পিতভাবে কেউ কেউ সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্য প্রশ্নপত্র ফাঁসের এ ঘটনা ঘটিয়েছে। বিষয়টি মন্ত্রণালয় তদন্ত করে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। তাছাড়া সারা দেশে প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা ঘটেনি। চট্টগ্রামেও মাত্র দুটো জায়গায় এ ঘটনা ঘটেছে। তাই পরীক্ষা বাতিল করার কোনো কারণ নেই। পরীক্ষা যথারীতি অব্যাহত থাকবে। বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনার প্রেক্ষিতে সরকার পরীক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তনের ব্যাপারেও চিন্তাভাবনা করছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

১২০০ পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত

গতকাল রোববার এসএসসি পরীক্ষার তৃতীয় দিনে বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষায় ১২০০ পরীক্ষার্থীকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে ঢাকা বোর্ডে ২৩৬ জন, কুমিল্লা বোর্ডে ৩২৭ জন, চট্টগ্রাম বোর্ডে ২১৮ জন, রাজশাহী বোর্ডে ৪২১ জন ও যশোর বোর্ডে ৩৬ জন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া প্রতিনিধি জানান, জেলা সদরের রামকানাই হাই একাডেমি কেন্দ্রে নকল দেওয়াকে কেন্দ্র করে পুলিশের সঙ্গে জনতার ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া হয়। তবে এতে পরীক্ষার কোনো ব্যাঘাত হয়নি। কোনো হতাহতেরও খবর পাওয়া যায়নি।

● সীতাকুণ্ড ও মিরেরসরাইয়ে

প্রশ্ন বিক্রি হচ্ছে দেদারসে– পৃষ্ঠা ১২